দর্শনের বিভিন্ন আঙ্গিক

সম্পাদনা
মুকুল মন্ডল
মৌমিতা রায়
সৈকত মজুমদার

Darshaner Bivinno Angik

Edited by

Mukul Mondal

Moumita Roy

Saikat Majumder

পিয়ার রিভিউড (Peer-Reviewed)

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২১

© কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌

প্রকাশক

অরেন্দ্র মহালদার

কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌ (Cognition Publications)

পশ্চিম সপ্তগ্রাম, বিশরপাড়া, বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১

http://cognitionpublications.com/

E.Mail: cognitionpublications@gmail.com

ফোন: +৯১ ৭০৪৪৭৭২৩৯২

মুদ্রক: এস পি কমিউনিকেশনস্‌ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদচিত্রঃ সাগর মজুমদার

ISBN : 978-93-86529-38-1

মূল্য: ৩৫০ টাকা

গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণে 'অব্যপদেশ্যং' পদের তাৎপর্য্য

শুভঙ্কর পুরকাইত

সারসংক্ষেপ : *"নীয়তে অনেন ইতি ন্যায়:" অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষের বুদ্ধি স্থির মীমাংসায় উপনীত হয় সেই শাস্ত্রকে বলা হয় ন্যায়। ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য আস্তিক সম্প্রদায়ের অনুরূপ এই দর্শনেও মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্যরূপে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিকে স্বীকার করা হয়েছে। এই নিঃশ্রেয়সের উপায় হল ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞান। উক্ত ষোলটি পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ হল প্রমাণ। 'প্রমাণ'শব্দটি প্রপূর্বক মধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ । সুতরাং প্রমাজ্ঞানের করণত্বই হল প্রমাণ। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশের অনন্তর প্রমানের বিভাগ সূত্রে চারটি প্রমাণের উল্লেখ করেছেন যথা – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ। ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষের স্থান প্রথম ও প্রধান। অনুমান, উপমান ও শব্দ প্রত্যক্ষ মুখাপেক্ষী। প্রমাণ সংপ্লববাদী নৈয়ায়িকগণের মতে কোনস্থলে প্রত্যক্ষের সাথে অপর কোন প্রমাণের বিরোধ দেখাদিলে সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষই বলবৎ হয়। যেহেতু প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের সিদ্ধি সম্ভব নয় তাই জ্যেষ্ঠ প্রমাণরূপে প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রমাণের আলোচনা করা হয়েছে। 'প্রত্যক্ষ' শব্দটি তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, 'প্রত্যক্ষ' শব্দটির দ্বারা 'প্রত্যক্ষজ্ঞান'-কে বোঝানো হয়। দ্বিতীয়ত, 'প্রত্যক্ষ' শব্দটির দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণকে (Instrumental cause) বোঝানো হয়। তৃতীয়ত, 'প্রত্যক্ষ' শব্দটির দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বা অর্থকে বোঝানো হয়। প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে এই শব্দটিকে 'প্রত্যক্ষজ্ঞান' অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এ ব্যাপারে সবাই একমত প্রকাশ করেন যে, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব হয়।মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে- 'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নংজ্ঞানমব্যপদেশ্যম্অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্'। (ন্যায়সূত্র: ১/১/৪)। অর্থাৎ: ইন্দ্রিয় এবং অর্থের সন্নিকর্ষের ফলে যে অব্যাপদেশ্য (অশাব্দ), অব্যভিচারী (অভ্রান্ত) এবং ব্যবসায়াত্মক (নিশ্চয়াত্মক) জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই প্রত্যক্ষ। এখানে 'অব্যপদেশ্য' পদের দ্বারা শব্দের করণত্ব বহির্ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পূর্বজ্ঞাত শব্দের জ্ঞান থেকে উৎপন্ন নয়, 'অব্যভিচারি' পদের দ্বারা অভ্রান্ত এবং 'ব্যবসায়াত্মক' পদের দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগের ফলে উৎপন্ন, অশাব্দ ও সুনিশ্চিত জ্ঞানই হলো প্রত্যক্ষজ্ঞান। মহর্ষির প্রত্যক্ষজ্ঞানের এ ই লক্ষণ যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ। বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বার্তিক তাৎপর্যটীকা গ্রন্থে 'অব্যপদেশ্য' ও 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দ দুটিকে যথাক্রমে 'নির্বিকল্পক' ও 'সবিকল্পক' অর্থে গ্রহণ করেছেন। জয়ন্ত ভট্ট, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বিশ্বানাথ, অন্নংভট্ট প্রভৃতি পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা বাচস্পতির এই মত সমর্থন করেছেন। প্রত্যক্ষের লক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তর আলোচনা সম্ভব হলেও এই প্রবন্ধে প্রধানত 'অব্যাপদেশ্য' পদের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা হবে গৌতম ও জয়ন্ত ভট্টের দর্শনের নিরিখে।*

মূল শব্দ : প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অব্যপদেশ্যম্, সন্নিকর্ষ, উভয়জ জ্ঞান।